ব্রি ধান৫৫

উফশী চাষে দিলে মন
গুণে মানে পাবে ধন

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই জাতটি উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় জাতটি বোরো ও আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ জাতটি ২০১১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। বোরো মৌসুমের চাষাবাদ পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হল।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এটি আগাম জাত।
- অধিক ফলনশীল।
- গাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার।
- চাল লম্বা, মাঝারি চিকন ।
- এক হাজার ধানের ওজন ২৩.৫ গ্রাম।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৩%।
- চালে এম্যাইলোজের পরিমাণ ২২%।

ব্রি ধান৫৫

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৫৫ মাঝারি লবণ (৮-১০ ডিএস/মিটার ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) সহনশীল এবং মাঝারী ঠান্ডা ও খরা সহিষ্ণু জাত। অতএব, এ জাতটি ঠান্ডা প্রবণ এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদ করা সম্ভব। জাতটি আগাম হলেও অধিক ফলনশীল।

জীবনকাল

এ জাতটির জীবনকাল ১৪৫ দিন।

ফলন

এ জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.০ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** ১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর)।
২. **চারার বয়সঃ** ৩৫-৪০ দিনের চারা।
৩. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গুছিতে ২/৩ টি
৪. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০×১৫ সেন্টিমিটার।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
৩০-৪০	৭-১০	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৫.১ ইউরিয়া সার দুইবার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ রোপণের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর।

ইউরিয়া সার প্রয়োগের পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৫.২ ইউরিয়া সার প্রয়োগে লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহার করতে হবে।

৬. **আগাছা দমনঃ** রোপণের পর ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৭. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পযর্ন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৮. **রোগ বালাই দমনঃ** রোগ ও পোকার জন্য অনুমোদিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা আবশ্যক।
৯. **ফসল পাকা ও কাটাঃ** ২০ চৈত্র-০৫ বৈশাখ (১০-২৫এপ্রিল) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd